আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন

জেলা: ঢাকা

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : ১৪ অক্টোবর, ২০২০ **বুলেটিন নং ১৮৯**	**১৪ অক্টোবর হতে ১৮ অক্টোবর, ২০২০ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন**

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি (১০ অক্টোবর হতে ১৩ অক্টোবর, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত)

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	১০ অক্টোবর	১১ অক্টোবর	১২ অক্টোবর	১৩ অক্টোবর	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	১.০	সামান্য	৫৭.০	সামান্য	১.০-৫৭.০ (৫৮.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩৫.৩	৩৫.০	৩৩.০	৩৪.৬	৩৩.০-৩৫.৩
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৭.৪	২৮.০	২৭.৭	২৪.৭	২৪.৭-২৮.০
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৫২.০-৯৪.০	৬১.০-৯০.০	৬৯.০-৯৭.০	৬৭.০-৯৩.০	৫২-৯৭
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১.৯	০.০	০.০	১.৯	০.০-১.৮৫
মেঘের পরিমান (অষ্টা)	৫	৪	৩	৫	৩-৫
বাতাসের দিক	দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পূর্ব	দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পূর্ব	দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পূর্ব	দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পূর্ব	দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পূর্ব

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ৫ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
১৪ অক্টোবর হতে ১৮ অক্টোবর, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-৯.০ (১২.৩)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩৩.৩-৩৩.৯
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৪.৭-২৫.৭
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৬৬.০-৮১.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	০.৯-১.৭
মেঘের অবস্থা	আংশিক মেঘাচ্ছন্ন আকাশ
বাতাসের দিক	দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পূর্ব

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ ও এর প্রার্দুভাব নিয়ন্ত্রণে কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বিশেষ পরামর্শ: পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং অন্যান্য কৃষিকাজ করার সময় মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন ও সামাজিক দূরত্ব (পরস্পরের মধ্যে কমপক্ষে ৩ফুট দূরত্ব) বজায় রাখুন । করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঝুঁকি হ্রাসে সকলে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা গুলো অনুসরণ করুন।

মূখ্য আবহাওয়া পরিস্থিতি ও পূর্বাভাস

পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত গভীর নিম্নচাপটি ভারতের উত্তর অন্ধ্র উপকূল অতিক্রম করেছে এবং দূর্বল হয়ে বর্তমানে ভারতের তেলেঙ্গানায় নিম্নচাপ হিসেবে অবস্থান করছে। এটি আরও পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে ক্রমে দূর্বল হতে পারে। মৌসুমী বায়ুর অক্ষ বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর কম সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে তা দূর্বল থেকে মাঝারী অবস্থায় বিরাজ করছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় জেলার দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় আবহাওয়ার সামান্য পরিবর্তন হতে পারে। দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

বিস্তারিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ নীচে দেওয়া হলো।

আমন ধান:

কুশি থেকে নরমদানা পর্যায়:

- প্রয়োজন অনুযায়ী জমিতে সেচ প্রদান করুন।
- কুশি পর্যায়ে জমিতে পানির স্তর ৫-৭ সে.মি বজায় রাখুন।
- কাইচ থোড় থেকে ফুল পর্যায়ে জমিতে পানির স্তর ৩-৪ ইঞ্চি বজায় রাখুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়াতে ধানে বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। লক্ষণ দেখা দিলে আইসোপ্রোকার্প @ ২.৫গ্রাম/লিটার অথবা ইমিডোক্লোরোপিড@ ২.৫গ্রাম/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- এসময় ধান গাছে হলুদ মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। পোকা নিয়ন্ত্রনে কার্বফুরান @১০কেজি/হে: জমিতে স্প্রে করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়াতে ধানে খোলপোড়া রোগের প্রার্দুভাব দেখা দিতে পারে। রোগ নিয়ন্ত্রণে হেক্সাকোনাজল@১মিলি/লিটার অথবা টেবুকোনাজল @ ১মিলি/লিটার স্প্রে করা যেতে পারে।
- চারা এবং কুশি পর্যায়ে পাতা মোড়ানো পোকা অথবা পামরি পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। যদি একটি গোছায় পাতা মোড়ানো পোকা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত একটি পাতা দেখা যায় অথবা একটি পামরি পোকার উপস্থিতি চোখে পড়ে তাহলে ক্লোরোপাইরিফস ২০ইসি অথবা মনোক্রোরোফস ৪০ইসি @ ১.৫ মিলি/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করার পরামর্শ দেয়া হলো।
- বিদ্যমান আবহাওয়াতে ধানে ব্যাকটেরিয়া জনিত পাতা পোড়া রোগ দেখা দিতে পারে। পানি এবং বায়ুর মাধ্যমে যেহেতু রোগ বিস্তার লাভ করে তাই জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন এবং পটাশ সার প্রয়োগ করুন। রোগ নিয়ন্ত্রণে সার ব্যবস্থাপনা হিসেবে থিয়োভিট+পটাশ প্রয়োগ করা যেতে পারে। অতিরিক্ত ইউরিয়া সার প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন।
- পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।

সবজি:

- **শসা:** চারা রোপনের ২০-২৫ দিন পর ইউরিয়া সার ১৮কেজি/বিঘা প্রয়োগ করুন। অল্টারানিয়া লিফ ব্লাইট রোগ দেখা দিলে রৌদ্রজ্জল দিনে ট্রাইসাইক্লোজল ৭৫ডব্লিউপি @ ০.৬ মিলি /লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন। ছত্রাকজনিত ঢলেপোড়া রোগ দেখা দিলে রৌদ্রজ্জল দিনে স্টেপ্টটোসাইক্লিন@০.১গ্রাম/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে গাছের গোড়ার চারদিকের মাটিতে স্প্রে করুন।

  বেগুন: বেগুনে ব্যাকটেরিয় জনিত ঢলেপোড়া রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছ অথবা গাছের অংশ তুলে ধ্বংস করে ফেলুন। প্রয়োজনে অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

  টমেটো: বিদ্যমান আবহাওয়াতে লেট ব্লাইট রোগ দেখা দিতে পারে। আক্রমণের শুরুতেই অনুমোদিত মাত্রায় বালাইনাশক প্রয়োগ করুন। অতিরিক্ত নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন গাছ থেকে গাছের নিদির্ষ্ট দূরত্ব বজায় রাখুন।
  ব্যাকটেরিয়া জনিত ঢলে পড়া রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছ অথবা গাছের অংশ তুলে ধ্বংস করে ফেলুন।
  চারাগাছ লাগানোর পূর্বে (২.৫গ্রাম কাবার্ন্ডাজিম+ ২মিলি টেরামাইসিন ক্যাপসুল /লিটার পানি) শোধন করে নিন।

  বাঁধাকপি/ ফুলকপি: এসময় ডাউনি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে। রোগ নিয়ন্ত্রণে ১) ৩গ্রাম থিরাম/কেজি বীজ-বীজশোধনের জন্য ২) ২.৫ গ্রাম ম্যালাথিয়ন+ম্যানকোজেব /লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করুন।

  করলা ও পটল : বর্তমান আবহাওয়াতে ডাউনি মিলডিউ রোগ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২গ্রাম ম্যানকোজেব মিশিয়ে ১০দিন অন্তর ২বার স্প্রে করুন।

  রবি সবজি: বীজতলা এবং মূল জমিতে পানি নিষ্কাশণের সুব্যবস্থা রাখুন। ছত্রাক জনিত রোগ দমনে অনুমোদিত সিস্টেমিক ফানজিসাইড ব্যবহার করুন। প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ প্রদান করুন।

উদ্যান ফসল:

- আম বাগানের পরিচর্যা করুন।
- উদ্যান ফসল বিশেষ করে ডালিমের ব্যাকটেরিয়া জনিত পাতা পোড়া রোগ দমনে সর্তকতার সাথে বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- বর্তমান আবহাওয়ায় ডালিমের ফল পোড়া ও ফল পচা রোগ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণে ২০০ লিটার পানিতে ৬০০ গ্রাম ম্যনকোজেব ও ১০০ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন। থ্রিপস পোকার আক্রমণ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- পেয়ারা এবং শসা মাছি পোকার আক্রমন থেকে রক্ষার জন্য ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে। শিকড় পচাঁ রোগের আক্রমন দেখা দিলে আক্রান্ত গাছকে রোগ বিস্তার রোধে সরিয়ে ফেলতে হবে।
- ডালিমে ফ্রুট ব্লাইট এবং ফ্রুট রট দেখা দিলে ম্যনকোজেব ৬০০গ্রাম এবং কার্বান্ডাজিম ১০০গ্রাম @ ২০০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

কলা:

- বায়ু চলাচলের জন্য কলাগাছের গোড়ার শক্ত মাটি উপরনিচ করে দিন।
- কলা গাছ রোপন সর্ম্পূণ করুন।
- আন্ত:পরিচর্যা করতে হবে।
- ঝড়ো হাওয়া থেকে ফসল রক্ষার জন্য খুটির ব্যবস্থা করুন।

- মৌসুমী বৃষ্টিপাতের কারণে কলায় সিগাটোকা রোগ হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত অংশ কেটে ফেলুন।
- ৩মাস বয়সী কলাগাছে ১২০ গ্রাম ইউরিয়া, ২০০ গ্রাম এসএসপি এবং ২৭৫ গ্রাম পটাশ সার প্রতি গাছে প্রয়োগ করুন।
- বিদ্যমান আবহাওয়া পরিস্থিতিতে কলার কান্ডের উইভিল পোকা দেখা দিলে ক্লোরোপাইরিফস্ক অথবা কুইনালফস্ক অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করুন।
- কলা গাছে রোগবালাই এর আক্রমন বেশী হলে আক্রান্ত অংশ কেটে ধ্বংস করে ফেলুন।

সরিষা:

- উন্নত জাতের বীজ সংগ্রহ এবং জমি তৈরি শুরু করুন। বীজ বপনের অন্তত ২১ দিন আগে জমিতে চুন প্রয়োগ করুন।

তুলা:

- রৌদ্রজ্জল দিনে বীজ বপন সম্পন্ন করুন। আর্দ্র আবহাওয়ায় রোগবালাই এর আক্রমণ বেড়ে যেতে পারে। পোকার আক্রমণ এর মাত্রা সনাক্ত করতে ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- শোষক পোকা এবং সাদামাছির আক্রমণ বেশী হলে অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করুন।
- পাতা খেকো পোকার আক্রমণ দেখা দিলে একর প্রতি ৪০মিলি ইমিডাক্লোপ্রিড ২০০এসএল ১২০-১৫০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।

গবাদি পশু:

- গবাদী পশুর আবাসস্থল পরিষ্কার রাখুন।
- ৫০গ্রাম আয়োডিন সমৃদ্ধ লবন এবং ৫০-১০০ গ্রাম মিনারেল মিক্সচার খাবারের সাথে মিশিয়ে গবাদি পশুকে প্রতিদিন খেতে দিন।
- গবাদীপশুকে নিয়মিত সতেজ ঘাস খেতে দিন।
- রোদ থেকে গবাদীপশুকে রক্ষা করুন ।
- ক্রিমিনাশক ঔষধ খেতে দিন।
- গবাদী পশুকে বিভিন্ন রোগ থেকে বাঁচতে নিয়মিত টীকা দিন।
- পরজীবির আক্রমণ থেকে গবাদীপশুকে রক্ষার জন্য নিবন্ধিত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- গো-চারণ ভূমি অবশ্যই শুকনো হতে হবে।

হাঁসমুরগী:

- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গাতে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করুন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন। অতিরিক্ত বৃষ্টি/দমকা হাওয়া থেকে হাঁসমুরগীকে রক্ষা করতে পলিথিন সিট দিয়ে খোয়াড় ঢেকে দিন।
- হাসঁ-মুরগীকে বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত টীকা প্রদান করুন।
- হাঁসমুরগীকে নিয়মিত পর্যাপ্ত পরিমানে পুষ্টিকর খাবার এবং বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করুন।

মৎস্য:

- পুকুরে যথেস্ট পরিমানে পানি রাখুন। প্রয়োজন অনুযায়ী পুকুরে ক্যালসিয়াম কার্বনেট অথবা চুন প্রয়োগ করুন।
- পুকুরের চারধার ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে মেরামত করে নিন।
- পুকুর থেকে অপ্রয়োজনীয় মাছ সরিয়ে ফেলুন।
- প্রয়োজনে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।